FEB 25 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 8......

ভোরের কাগজ

কলকাতা বইমেলা

সালাম আজাদ

> **কলকাতা বইমেলায় প্রতি বছরের মতো এবারও বাংলাদেশের স্টল ছিল। ঢাকার হাইকোর্টের আদলে নির্মিত বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের ভেতরে বাংলা একাডেমী, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ কিছু বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থা ছিল। প্যাভিলিয়নটি এবার কলকাতা বইমেলায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছে। বাংলা একাডেমীর বইয়ের যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কলকাতা বইমেলায় বাংলা একাডেমীর কোনো বই বিক্রি করার ব্যবস্থা ছিল না। বাংলা একাডেমী শুধু তাদের বই ডিসপ্লে করেছে মাত্র।**

আমাদের একুশে বইমেলা এবং কলকাতা বইমেলা প্রায় একই সময়ে শুরু হলেও এই দুটি বইমেলার মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। একুশে বইমেলায় শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় ও বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বই বিক্রি করার নিয়ম। কিন্তু কলকাতা বইমেলায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বই বিক্রি হয়ে থাকে। এজন্য এ মেলা অনেক বেশি জায়গা নিয়ে আয়োজন করা হয়। কলকাতা মেলায় যেভাবে শত শত মানুষকে লাইন ধরে এক একটি দোকানে বই কিনতে দেখা যায়, একুশে বইমেলায় তেমনটি সাধারণত দেখা যায় না। আমাদের একুশে বইমেলা চলে পুরো এক মাস। কিন্তু কলকাতা বইমেলার আয়ুষ্কাল মাত্র ১২ দিন। কলকাতা বইমেলায় একাধিক হল নির্মাণ করা হয়, যেসব হলে প্রতিদিন বই, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সম্প্রীতি ইত্যাদি বিষয়ে একাধিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। মেলা কর্তৃপক্ষ এসব হল ভাড়া দিয়ে থাকে। তারা নিজেরা এসব হলে সাধারণত কোনো সেমিনারের আয়োজন করে না। যা করে গিল্ড অফিসেই করে। যেমন প্রতিদিন সন্ধ্যায় আয়োজকরা গিল্ড অফিসে প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করে থাকে।

১২ দিনের কলকাতা বইমেলা এবার উদ্বোধন করা হয় ৩০ জানুয়ারি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি খুবই সাদামাটা ছিল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বাংলায় বক্তৃতা করায় তিনি কিছু কিছু মহলে প্রশংসিত হলেও অধিকাংশ মহলে সমালোচিত হয়েছেন। ৩০ জানুয়ারি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয় বিকালে। উদ্বোধনের দিন মেলায় আর কোনো কার্যক্রম থাকে না। পরদিন ৩১ জানুয়ারি থেকে মেলা শুরু হয়, অর্থাৎ বই বিক্রি আরম্ভ হয়— চলতে থাকে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। অর্থাৎ এবার কলকাতা বইমেলার শেষদিন ছিল ১১ ফেব্রুয়ারি। গত বছর বইমেলা শুরু হয়েছিল ২৬ জানুয়ারি। চলেছে ১২ দিন। কলকাতা বইমেলা শুরু হওয়ার নির্দিষ্ট কোনো দিন নেই। সাধারণত জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে এই মেলা শুরু হয়। মেলা যেদিনই শুরু হোক না কেন ১২ দিন চলবে তা নির্দিষ্ট করা। প্রতি বছরের মতো এবারের মেলারও আয়োজক পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলার্স গিল্ড। মেলা কর্তৃপক্ষ এবার মেলার যে নির্দেশিকা তৈরি করেছে তার প্রতিটি কপি বিক্রি হয়েছে এক টাকা করে। প্রতিদিন মেলায় গড়ে ২৫ হাজার লোকের সমাবেশ ঘটেছে এবং তারা প্রায় প্রত্যেকে একটি করে নির্দেশিকা কিনেছে। নির্দেশিকা বিক্রির সমুদয় অর্থ গুজরাটে ভূমিকম্পপীড়িত মানুষের কল্যাণে দান করা হবে।

একুশে বইমেলার সঙ্গে কলকাতা বইমেলার আরো একটি পার্থক্য হচ্ছে কলকাতা বইমেলায় টিকিট কেটে প্রবেশ করতে হয়। বলাবাহুল্য বাংলাএকাডেমী চত্বরে আয়োজিত একুশে বইমেলায় তা করতে হয় না। এবার কলকাতা বইমেলায় কোনো লেখক-কবিকে দেখা যায়নি যিনি অটোগ্রাফ দেওয়ার জন্য প্রতিদিন স্টলের সেলসম্যানদের সঙ্গে বসে আছেন। গিল্ডের পক্ষ থেকে লেখক-পাঠক মুখোমুখি বসে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে কলকাতার লেখকরা পাঠকদের নানা রকম প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। এবার মেলায় যেতে পারেননি অন্নদাশংকর রায়। এই প্রথম তিনি বইমেলায় যেতে পারলেন না। শারীরিক অসুস্থতা একমাত্র কারণ। কলকাতা বইমেলায় আরো একজন লেখক এবার অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি তসলিমা নাসরিন। কোনো কোনো পত্রিকা মন্তব্য করেছে তসলিমা না আসায় এবার মেলা পুরোপুরি জমেনি। কলকাতা মেলায় তসলিমার এবার নতুন কোনো বইও প্রকাশিত হয়নি। তবে তার 'জলপদ্য' এবং 'চারকন্যার' হিন্দি অনুবাদ প্রকাশ করেছে দিল্লির এক নম্বর হিন্দি প্রকাশনা সংস্থা 'রাধাকৃষ্ণা'। রাধাকৃষ্ণা শুধু তসলিমার দুটি বই নয়, বাংলা ভাষার প্রায় অর্ধ ডজন লেখকের হিন্দি অনুবাদ প্রকাশ করেছে। রাধাকৃষ্ণা প্রকাশনার মালিক অশোক মাহেশ্বরি বাংলা ভাষার যেসব লেখকের বইয়ের হিন্দি অনুবাদ এবার প্রকাশ করেছেন তাদের মধ্যে তসলিমা ছাড়াও আছেন মহাশ্বেতা দেবী, নবনীতা দেবসেন প্রমুখ। তসলিমার বই দুটির মোড়ক উন্মোচন করা হয় ৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায়। দুটি বইয়ের একটি অর্থাৎ জলপদ্য কাব্যের হিন্দি অনুবাদের মোড়ক উন্মোচনের দায়িত্ব অদৃশ্য কোনো কারণে আমার ওপর বর্তেছিল। ৬ ফেব্রুয়ারি রাতে তসলিমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার সময় প্রথমেই জানতে চেয়েছিলাম তার জলপদ্যের হিন্দি অনুবাদের মোড়ক উন্মোচনের দায়িত্ব আমার ওপর কেন দেওয়া হয়েছিল। তসলিমা তার কোনো উত্তর দেননি। শুধু হেসেছেন। হাসি থামিয়ে জানতে চেয়েছেন মোড়ক উন্মোচনের পর বইটি সম্পর্কে আমি কি বলেছি। জলপদ্যের একটি বিশেষ কবিতার নাম 'আমার মায়ের গল্প'। তসলিমা নাসরিনের মায়ের মৃত্যুর পর নিজের মাকে নিয়ে লেখা এই কবিতাটি 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হলে 'দেশের' উক্ত সংখ্যাটি এই কবিতাটির জন্য বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই কবিতাটি হুবহু পরে 'জলপদ্য' কাব্যে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। জলপদ্যের উৎসর্গপত্রটি অতি সাধারণ ভাষায় লেখা। কিন্তু তা অসাধারণ দ্যুতিময়। মাকে উৎসর্গ করে তসলিমা লিখেছেন— 'মা বলেছিলেন বছরের প্রথম দিনে কাঁদিস না, কাঁদলে সারা বছর কাঁদতে হবে। মা নেই। সারা বছর আমি কাঁদলেই কার কি!' এসব বিষয় নিয়েই বলেছিলাম- বললাম তসলিমাকে। এবারের কলকাতা বইমেলায় তার আসার আগ্রহ ছিল। কিন্তু দীপা মেহতার 'ওয়াটার' ছবির পক্ষে কলকাতার আনন্দবাজারে লেখা এবং বম্বেতে শাবানা আজমি, দীপা মেহতা প্রমুখের সঙ্গে মিছিল করার কারণে ভারতের বিজেপি সরকার সে দেশে তসলিমার আসার ব্যাপারে একটি অঘোষিত এমবার্গো জারি করে রেখেছে। মূলত সেজন্যই তার কলকাতা বইমেলায় আসা হয়ে ওঠেনি। ঢাকা ও ময়মনসিংহে আসতে সে আরো বেশি আগ্রহী। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কোনো বাধা না থাকলেও মৌলবাদীদের তাণ্ডব তাকে শঙ্কিত করে তুলেছে। গত মাসে প্যারিস থেকে সুইডেন যাওয়ার আগে তসলিমা একটি উপন্যাস লেখায় হাত দিয়েছেন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রবাসী একজন মেয়ে। তবে তা অবশ্যই তসলিমা নন। আমরা তার নতুন ধারার উপন্যাসটি পড়ার প্রতীক্ষায় থাকলাম।

কলকাতা বইমেলায় প্রতি বছরের মতো এবারও বাংলাদেশের স্টল ছিল। ঢাকার হাইকোর্টের আদলে নির্মিত বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের ভেতরে বাংলা একাডেমী, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ কিছু বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থা ছিল। প্যাভিলিয়নটি এবার কলকাতা বইমেলায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছে। বাংলা একাডেমীর বইয়ের যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কলকাতা বইমেলায় বাংলা একাডেমীর কোনো বই বিক্রি করার ব্যবস্থা ছিল না। বাংলা একাডেমী শুধু তাদের বই ডিসপ্লে করেছে মাত্র। বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের বাইরে একটি বইয়ের দোকানের নাম 'ইসলামিক বুক সেন্টার'। এই স্টলের সাইনবোর্ডে বড়ো করে লাল কালিতে লেখা রয়েছে 'বাংলাদেশের বই পাওয়া যায়'। আগ্রহ নিয়ে স্টলটিতে ঢুকে স্তম্ভিত। ১০৩ নম্বর এই স্টলে বাংলাদেশের বই পাওয়া যায় যেভাবে ঘোষণা দিয়ে রাখা হয়েছে সেই স্টলে বিক্রি হচ্ছে মাওলানা আবুল আলা মওদুদী রিসার্চ একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত বই। মওদুদী ছাড়াও গোলাম আযম, মতিউর রহমান নিজামীর লেখা বই বিক্রি হচ্ছে। আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থও এই স্টলে বিক্রি হচ্ছে। এই স্টলে জামাতে ইসলামীর বই ছাড়া অন্য কোনো বই বিক্রি হয়নি। প্রশ্ন হচ্ছে এসব বই কি বাংলাদেশের বইয়ের প্রতিনিধিত্ব করে?

কলকাতা বইমেলায় এবারের নতুন সংযোজন হচ্ছে অনলাইনে বাংলা বইয়ের উপস্থাপন। 'এবার বদলে দেওয়ার পালা' শিরোনামের এই স্টলের মালিক কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা ইমতিয়াজ চৌধুরী। তার প্রতিষ্ঠানের নাম 'বাংলা লিভ ডট কম'। ঠিকানা সল্টলেক। এই বদলে দেওয়ার পালা স্লোগান নিয়ে কলকাতা বইমেলায় আধুনিক প্রযুক্তির যে সূচনা ঘটলো তা কি ছাপা বইকে হারিয়ে দিতে পারবে? নাকি ছাপার অক্ষরের বইয়ের কাছে হেরে যাবে? তা ভবিষ্যৎ বলবে।

সালাম আজাদ : লেখক ও মানবাধিকার কর্মী।